দানিয়েলের বই - নম্বর একশো সাতাত্তর

১,৪৪,০০০ জনের সিলমোহরকরণ: দানিয়েলের দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদ থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি

Jeff Pippenger

2024-04-07

দশম অধ্যায়ে দানিয়েলকে তিনবার স্পর্শ করা হয়েছিল—প্রথম ও শেষবার গাব্রিয়েল স্পর্শ করেছিলেন, আর মাঝের স্পর্শটি করেছিলেন খ্রিস্ট। সেই মাঝের স্পর্শেই দানিয়েল তাঁর ভ্রষ্টতা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন, কারণ সত্যের মধ্যবর্তী পথচিহ্ন বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বিতীয়বার দানিয়েলকে স্পর্শ করেছিলেন মীখায়েল, কারণ একুশ দিনের শেষে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

প্রতীকী সাড়ে তিন দিনের শেষে, যে সময় প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর দুই সাক্ষী রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, একটি স্বর সেই দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করে। পুনরুত্থিতকারী সেই স্বর মহাদূতের স্বর। দানিয়েল অধ্যায় দশে বাইশতম দিনে মীখায়েলের অবতরণ ২০২৩ সালে সেই দুই সাক্ষীর পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দুই সাক্ষী যখন রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, তখন ইযেকিয়েলকে তাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অস্থিসমূহ দেখানো হয়েছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উপত্যকায় থাকা সেই মৃত শুষ্ক অস্থিগুলি পুনরুত্থিত হতে পারে কি না; আর ইযেকিয়েল কেবল এই উত্তরই দিয়েছিলেন, “প্রভু, তুমি জানো।”

তারপর যিহিষ্কেলকে অস্থিগুলোর উদ্দেশে ভাববাণী করতে বলা হলো; তিনি তা করলেন, এবং যখন তিনি তা করলেন, তখন সেগুলো একত্রে গঠিত হলো, কিন্তু তখনও জীবিত হলো না। যিহিষ্কেলের প্রথম ভাববাণী ছিল অস্থিগুলোকে একত্র করা, কিন্তু সেই অস্থিগুলোকে একটি সৈন্যবাহিনী রূপে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয় একটি ভাববাণীর প্রয়োজন ছিল। যিহিষ্কেলের দ্বিতীয় ভাববাণী ছিল তৃতীয় ধিক্কারের ভাববাণী, যা সেই চার বায়ুর দ্বারা প্রতীকায়িত, যেগুলো অস্থিগুলোকে জীবিত করেছিল। প্রথম আদমকে নিখুঁত অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তিনি পাপ করেছিলেন এবং মৃত্যুকে তাঁর সমস্ত বংশধরদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন। যিহিষ্কেলের মৃত অস্থিগুলোর পুনরুত্থান আদমের পরিপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টির সমান্তরাল, কারণ আদমকে প্রথমে গঠন করা হয়েছিল, এবং তারপর প্রভু তাঁর মধ্যে প্রাণের শ্বাস ফুঁকে দিয়েছিলেন।

এতে বলা হচ্ছে না যে দুই সাক্ষী পুনরুজ্জীবিত হলে তারা গৌরবময় দেহ পায়, কারণ সেটি দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত ঘটে না; তবে তাদের পুনরুত্থান দানিয়েলের কারণমূলক "মারাহ" দর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যখন তারা সেই প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয় যা তারা তখন প্রত্যক্ষ করে। পংক্তির পর পংক্তি, সীলমোহর দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যে অত্যন্ত যত্নসহকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকাশিত বাক্য-এর একাদশ অধ্যায়ে, "সাড়ে তিন দিন পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা" সেই দুই সাক্ষীর মধ্যে প্রবেশ করল, "আর তারা" তখন "নিজেদের পায়ে দাঁড়াল; এবং যারা তাদের দেখল তাদের ওপর মহা ভয় পড়ল," এবং তখন "স্বর্গ থেকে এক মহান স্বর তাদের বলল, ‘এখানে উপরে ওঠো।’ এবং তারা মেঘের মধ্যে স্বর্গে আরোহণ করল; আর তাদের

শত্রুরা তাদের দেখল।"

প্রথমে আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, তারপর তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াল, এবং যখন তারা দাঁড়াল, যারা পূর্বে তাদের মৃত্যুর জন্য আনন্দ করছিল, সেই শত্রুদের ওপর ভয় নেমে এলো। তারপর একটি কণ্ঠ তাদেরকে উপরে উঠতে ডাকে, আর তাদের শত্রুরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। ইজেকিয়েলের ক্ষেত্রে, তাদের প্রথমে উপত্যকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এবং মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; তারপর এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয় যা তাদের একত্র করে; এরপর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী তাদেরকে এক শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে দাঁড় করায়। দানিয়েলের ক্ষেত্রে, তিনি প্রথমে এমন এক মহাদর্শন দেখেন যা দুই শ্রেণির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে, এবং তারপর তাঁকে তিনবার স্পর্শ করা হয়।

প্রথমবার যখন তাকে স্পর্শ করা হয়েছিল, তার কোনো শক্তি ছিল না, সে গভীর নিদ্রায় ছিল, এবং তার মুখ মাটির দিকে ছিল। নিদ্রা মৃত্যুর প্রতীক। তবুও সে বলা কথাগুলো শুনেছিল।

> এ বিষয়ে বিস্মিত হয়ো না: কারণ সেই সময় আসছে, যখন কবরগুলিতে যারা আছে সবাই তাঁর কণ্ঠস্বর শুনবে। যোহন ৫:২৮।

গ্যাব্রিয়েল তখন দানিয়েলকে হাত ও হাঁটুর ভর দিয়ে উঠালেন, তারপর তাকে দাঁড়াতে আদেশ করলেন; তিনি কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি গ্যাব্রিয়েলের কথা শুনলেন, কিন্তু বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। ইজেকিয়েলও খ্রিস্টের দর্শন দেখেছিলেন, এবং তাতেও অনুরূপ ঘটনাক্রম ঘটেছিল।

> আর তাদের মাথার উপর যে আকাশমণ্ডল ছিল, তার উপরে ছিল সিংহাসনের সদৃশ কিছু, নীলমণির চেহারার মতো; আর সেই সিংহাসনের সদৃশের উপর, তার উপরে, মানুষের চেহারার মতো এক রূপ ছিল। আর আমি অ্যাম্বারের বর্ণের মতো, তার ভিতরে চারদিকে আগুনের মতো দ্যুতি দেখলাম—তাঁর কোমর থেকে উপরের দিকে যেরূপ দেখা গেল, এবং তাঁর কোমর থেকে নীচের দিকেও যেরূপ দেখা গেল—আমি যেন আগুনের রূপই দেখলাম, এবং তার চারদিকে জ্যোতি ছিল। যেমন বৃষ্টির দিনে মেঘের মধ্যে রংধনুর রূপ দেখা যায়, তেমনই ছিল চারপাশের সেই জ্যোতির রূপ। এটাই প্রভুর মহিমার সদৃশের রূপ ছিল। আর আমি যখন তা দেখলাম, আমি মুখ থুবড়ে পড়লাম, এবং আমি একজনের কথা বলার শব্দ শুনলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, তোমার পায়ের উপর দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমাকে পায়ের উপর দাঁড় করাল, আর আমি তাঁকে শুনলাম যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ইজেকিয়েল ১:২৬–২:২।

দর্শনটি ইজেকিয়েল ও দানিয়েল—উভয়কেই মাটির ধুলোয় নম্র করে দিয়েছিল; তারা ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায়ও তারা উভয়েই প্রভুর বাক্য শুনেছিলেন, এবং তাঁদের প্রতি যে বাক্য বলা হচ্ছিল তা শোনার জন্য তাঁদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল; এবং তাঁরা যখন সেই বাক্য শুনলেন, 'আত্মা তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল'। দিব্যতার সম্মিলন সম্পন্ন হয় পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বয়ে আনা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণের দ্বারা। 'বাক্য'ই হলো যা দিব্যতাকে মানবজাতির মধ্যে সঞ্চারিত করে। এই সত্যটি স্বীকার করতে হবে, যাতে একাদশ অধ্যায়ে গাব্রিয়েল দানিয়েলকে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস প্রদান করেন, তার গাম্ভীর্য ও তাৎপর্য বোঝা যায়। একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসই সেই মাধ্যম, যার দ্বারা পবিত্র তেল জ্ঞানী কুমারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

ইজেকিয়েলকে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেবেন, যদিও শুরু থেকেই তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদ তাঁর কথা শুনবে না, কারণ তারা এক বিদ্রোহী গৃহ। ইজেকিয়েলের অভিজ্ঞতা হল যিশাইয়ার বইয়ের ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত অভিজ্ঞতা, এবং তাই দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যে, যখন ঈশ্বর দানিয়েলকে নির্দেশ থেকে—যা মৃত্যুর প্রতীক—জাগিয়ে তোলেন, দানিয়েলকে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের সেই বিদ্রোহী গৃহের জন্য একটি বার্তা দেওয়া হয়, কিন্তু তারা শুনবে না।

এরপর দানিয়েলকে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করা হয়, খ্রিস্ট স্বয়ং—যিনি দানিয়েলের ঠোঁট স্পর্শ করেন, যেমন তিনি বিদেশী থেকে নেওয়া অঙ্গার দিয়ে ইশাইয়ার ঠোঁট স্পর্শ করেছিলেন। তারপর দানিয়েল কথা বলতে পারলেন, কিন্তু তিনি তখনও শক্তিহীন ছিলেন, এবং তখনও তাঁর শ্বাস আসেনি। ইজেকিয়েলের মতে শ্বাস আসে "চার বাতাস"-এর বার্তাসহ, যা ছিল ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী। চার বাতাস সম্পর্কে ইজেকিয়েলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী দানিয়েলের তৃতীয় স্পর্শের সঙ্গে মিলে যায়, কারণ তখনই শ্বাস হাড়গুলোর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তারা এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মতো দাঁড়ায়। দানিয়েলের তৃতীয় স্পর্শেই তিনি শক্তি লাভ করেন।

২০২০ সালের ১৮ জুলাই, ঈশ্বরের শেষ দিনের জনগণ বিচ্ছুরিত হয়ে দৃষ্টান্তে বর্ণিত বিলম্বের সময়ে প্রবেশ করেছিল। সীলকরণের ইতিহাস ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটনাবলিতে চিত্রিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থাপিত ইতিহাসের রেখাটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে রবিবার আইন পর্যন্ত ইতিহাসের সঙ্গে সমাপ্তিতে হয়, তবে তা ২০২০ সালের ১৮ জুলাই থেকে রবিবার আইন পর্যন্ত ইতিহাসের সঙ্গেও সমাপ্তিতে হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাটি এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে প্রতীকগুলির একাধিক অর্থ থাকে, এবং কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারিত হয় যে প্রেক্ষাপটে সেগুলি প্রয়োগ করা হয় তার দ্বারা।

যখন আমরা তিনজন স্বর্গদূতের যেকোনো একটির আগমন ও কাজকে বিবেচনা করি, তখন দেখা যায় যে সেগুলো একই ধারাবাহিক ঘটনার দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী উন্মোচিত হওয়ার মুহূর্তেই তারা উপস্থিত হয়। সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি তিনটি ধাপের ওপর গঠিত—তার আগমন, তার ক্ষমতায়ন, এবং শেষে দরজা বন্ধ হওয়া। ইতিহাসে আরও অন্যান্য মাইলফলক আছে, তবে তিনজন স্বর্গদূতের যেকোনো একটির আগমনের সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষার তিন মাইলফলকের মধ্যে প্রথমটি হলো একটি ভবিষ্যদ্বাণী উন্মোচিত হওয়া। উন্মোচিত বার্তাটি একটি নিশ্চিত পরিমাণের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই প্রমাণ ও ক্ষমতায়ন এরপর সেই ইতিহাসের নারী-পুরুষদের পরীক্ষা করে। ইতিহাসের উপসংহারে একটি লিটমাস টেস্ট সৃষ্টি হয়, যা দেখিয়ে দেয় তৃতীয় পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়ানোরা জ্ঞানী নাকি মূর্খ।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসে আপনি তিনজন স্বর্গদূতকে চিহ্নিত করতে পারেন। প্রথমটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এসেছিল, দ্বিতীয়টি ২০২০ সালের ১৮ জুলাই এসেছিল, এবং তৃতীয়টি শীঘ্র আসতে চলা রবিবারের আইন (লিটমাস পরীক্ষা) সময়ে আসবে। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের সঙ্গে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মিল রয়েছে, ১৮৫৬-এর সঙ্গে ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের মিল রয়েছে, এবং ১৮৬৩-এর সঙ্গে রবিবারের আইনের মিল রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে, ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কাল ২০২০ সালের ১৮ জুলাই থেকে রবিবারের আইন

পর্যন্ত সময়কালের সঙ্গেও মিলে যায়, কারণ ১৮ জুলাই ছিল সিলমোহরের ইতিহাসে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের আগমনের দিন। পরবর্তী ইতিহাসটিও এখনও কেবল যে কোনো স্বর্গদূতের মাইলফলকসমূহ হিসেবে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

২০২০ সালের ১৮ জুলাই একটি সত্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল, যা সেই প্রজন্মকে পরীক্ষা করার জন্য নির্ধারিত ছিল। সেই ইতিহাসের দ্বিতীয় ধাপটি হলো যখন দুই সাক্ষী পুনরুত্থিত হন। এরপর তাদের এই বিষয়ে পরীক্ষা করা হয় যে, তখন প্রকাশিত আলো তারা গ্রহণ করবে কি না, যা এখন ঘটছে। তারপর রবিবার আইন-এ (লিটমাস পরীক্ষা) প্রকাশিত হবে, কে জ্ঞানী কুমারী এবং কে নয়। যখন আমরা সেই ইতিহাসকে কেবল একটি একক দূতের কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করি এবং তারপর ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ পর্যন্ত ইতিহাসকে ২০২০ সালের ১৮ জুলাই থেকে রবিবার আইন পর্যন্ত ইতিহাসের উপর প্রয়োগ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে ১৮৪৯ সালে সিস্টার হোয়াইট এই বলে চিহ্নিত করেছিলেন যে, প্রভু আবারও তাঁর হাত প্রসারিত করেছেন তাঁর লোকদের অবশিষ্টাংশকে একত্রিত করার জন্য।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত, ঈশ্বরের লোকেরা বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৮৫০ সালে তারা হাবাক্কূকের দুই ফলকের দ্বিতীয়টি প্রস্তুত করেছিল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারিতে তারা রিভিউতে নতুন চার্টটির বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল। ঈশ্বরের লোকেরা বিচ্ছিন্ন ছিল, আর তৃতীয় স্বর্গদূত আলো নিয়ে এলেন। তারপর ঈশ্বর তাদের আবার একত্র করতে শুরু করলেন, এবং তিনি ১৮৪২ সালে যেমন করেছিলেন, তেমনি তারা যে বার্তা ঘোষণা করার কথা ছিল তার একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনা প্রদান করলেন। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর যে আলো এসেছিল, তা ছিল জ্ঞানের বৃদ্ধি, এবং তা তাঁর পরিচালনায় বিকশিত হতে থাকল; এবং ১৮৫৬ সালে সেই আলোর শীর্ষপাথর উপস্থাপিত হলো। সেই আলোটি ছিল ‘সাত সময়কাল’-এর উপর, যা ছিল উইলিয়াম মিলারের স্বীকৃত প্রথম আলো, এবং যা ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

১৮৫৬ সালে ‘সাত সময়কাল’-এর আলোটি যেমন প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাবাহক মিলারকে দেওয়া জ্ঞানবৃদ্ধির ধারার সমাপ্তি ছিল, তেমনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ দেওয়া তৃতীয় স্বর্গদূতের আলোরও সমাপ্তি ছিল। ১৮৫৬ সালে সেই আলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল—যা ১৭৯৮ সালে মোহর খোলা হয়েছিল এমন জ্ঞানবৃদ্ধির প্রত্যাখ্যান যেমন ছিল, তেমনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ মোহর খোলা হয়েছিল এমন জ্ঞানবৃদ্ধিরও প্রত্যাখ্যান; এবং এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা, যারা তখনই ফিলাডেলফিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে লাওদিকেয়ার অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহটি ছিল তৃতীয়, এবং এক প্রকার লিটমাস পরীক্ষা, যা একটি জাল চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছিল, যে চার্ট ‘সাত সময়কাল’-এর আলো সরিয়ে দিয়েছিল।

১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিলের প্রথম হতাশা এসেছিল প্রথম স্বর্গদূতের ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলনের উপর, কারণ ঈশ্বর ১৮৪৩ সালের অগ্রগামী চার্টের কিছু সংখ্যার ভুলের উপর তাঁর হাত রেখে তা আড়াল করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৮ জুলাইয়ের প্রথম হতাশা এসে পড়েছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদিকিয়ান আন্দোলনের উপর, কারণ মানুষজন উপেক্ষা করেছিল যে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর খ্রিষ্ট স্বর্গের দিকে তাঁর হাত তুলে শপথ করেছিলেন যে আর সময় থাকবে না। ২০২০ সালের ১৮ জুলাই একটি বার্তা উন্মোচিত হয়েছিল, যা এই কুমারীদের প্রজন্মকে পরীক্ষা করার জন্য ছিল। ১৮৫০ সালের মতোই, প্রভু ২০২৩ সালে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, ২০২০ সালের ১৮ জুলাই থেকে রাস্তায়

মৃত হয়ে পড়ে থাকা ইজেকিয়েলের মৃত অস্থিগুলো একত্রিত করতে। ১৮৫১ সালের মধ্যে বার্তার একটি নতুন দৃশ্যমান উপস্থাপনা ছিল, যা হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তি ছিল; এর মাধ্যমে নির্দেশিত হয় যে ২০২৩ সালের পর প্রভুর কাছে উঁচু করে ধরার জন্য একটি নতুন জীবন্ত পতাকা থাকবে, যা হাবাক্কূকের দুইটি ফলক দ্বারা প্রতীকায়িত।

হাবাক্কূকের দুইটি ফলককে দশ আজ্ঞার দুইটি ফলক এবং পেন্টেকস্টের উৎসবে দোলা নিবেদনের দুইটি রুটির দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রথম ফলের নিবেদন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তারা মালাখিতে উল্লিখিত সেই দল, যারা নিবেদনকে "প্রাচীন দিনের মতো, পূর্বতন বছরগুলোর মতো" উপস্থাপন করে। তাদের দোলা নিবেদন হিসেবে উত্তোলিত করা হয়, যা সমগ্র বিশ্ব দেখবে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জাগরণ শুরু হয় সমবেত হওয়ার মাধ্যমে, এবং সেই সমবেত হওয়া ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়; কারণ ইজেকিয়েলের মৃত হাড়গুলো তখনও মৃত অবস্থায় থেকেই ঈশ্বরের বাক্য শুনে সমবেত হয়। প্রভু যখন তাঁর অবশিষ্টদের সমবেত করতে দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেন, তখন হাড়গুলোকে সমবেত করে এমন বার্তা প্রচারকারী মানব মাধ্যমের প্রতিনিধিত্ব করেন ইজেকিয়েল। ইশাইয়া, যিরমিয়া, দানিয়েল, যোহন ও ইজেকিয়েল—সকলেই সেই মানব উপাদানকে চিহ্নিত করেন, যে মৃত শুকনো হাড়গুলোর কাছে ঐশ্বরিক বার্তা পৌঁছে দেয়।

অস্থিসমূহ একত্রিত হওয়ার পর, অনুসন্ধান-সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক পূর্বে যে জ্ঞানের বৃদ্ধি উন্মুক্ত করা হয়, প্রভু তা প্রকাশ করেন; আর সেই জ্ঞান “দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশ, যা শেষ দিনসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত,” দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ইযেকিয়েলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে, যে আলো উন্মুক্ত করা হয় তা হলো তৃতীয় সর্বনাশ; আর সেটিই পূর্ববায়ুর সেই বার্তা, যা অস্থিসমূহের মধ্যে প্রাণশ্বাস সঞ্চার করে এবং কার্যকারণমূলকভাবে তাদেরকে এক মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদলরূপে দাঁড় করায়। দানিয়েলের কাছে যে আলো প্রকাশিত হয়, তা সেই আলো যা একাদশ অধ্যায়ে উত্তর দেশের রাজা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। একত্রে ইযেকিয়েল ও দানিয়েল “দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশ, যা শেষ দিনসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত,” তা প্রতিনিধিত্ব করে, যা হলো (পূর্ব) বায়ু ও (উত্তর) দেশের রাজার সংবাদ।

> কিন্তু পূর্বদেশ ও উত্তরদেশ থেকে আসা সংবাদ তাকে উদ্বিগ্ন করবে; তাই সে মহা ক্রোধে বের হবে, ধ্বংস করতে এবং বহুজনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে। দানিয়েল ১১:৪৪

১৮৫৬ সালে, প্রভু তাঁর লোকদের উপরে সীলমোহরের কাজ সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে স্থির করেছিলেন, কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেছিল। যে বার্তার দ্বারা তিনি তাদের লাওদিকেয়া-অবস্থা থেকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন, তা ছিল লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের “সাত কাল”। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, যখন প্রভু তাঁর লোকদের একত্র করতে আরম্ভ করলেন, তখন তিনি পুনরায় তাদের সামনে “সাত কাল”-এর বার্তা উপস্থাপন করলেন, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইটিও চিহ্নিত করলেন যে প্রতিরূপমূলক প্রায়শ্চিত্ত দিবসে জয়ন্তী-বর্ষের তূর্যধ্বনি বেজে উঠবার কথা ছিল, এবং সেই সময়ই সপ্তম তূর্যও ধ্বনিত হবার কথা ছিল। জয়ন্তী-বর্ষের তূর্য “সাত কাল”-এর একটি প্রতীক, এবং সপ্তম তূর্য হলো তৃতীয় হায়। যখন মীকায়েল দানিয়েল দশম অধ্যায়ে অবতরণ করেছিলেন, তখন দানিয়েল তাদের

প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যারা লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রার্থনা করে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং যারা দানিয়েল দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাববাণীমূলক গূঢ়-রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে।

দানিয়েল তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যাঁরা ঈশ্বরের কণ্ঠে সমবেত হয়েছেন, এবং পরে পূর্ব ও উত্তর দিকের বার্তা ঘোষণা করার জন্য শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের পদে দাঁড়ান। তাঁরা আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত সেই বার্তা ঘোষণা করতে থাকেন। সেই সেনাবাহিনীকে উত্থাপন করার প্রক্রিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অত্যন্ত বিশদ বিষয়, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরকরণের পরিপূর্ণতায় যখন দিব্যত্ব মানবত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হতে শুরু করে, সেই বিন্দুটি দানিয়েল ১১-এর এগারো নম্বর পদে উপস্থাপিত ইতিহাসে শুরু হয়। দানিয়েল ১১-এর এক নম্বর পদ থেকে ষোলো নম্বর পদ পর্যন্ত উপস্থাপিত ইতিহাস চল্লিশ নম্বর পদের গুপ্ত ইতিহাসকে পূর্ণ করে, অর্থাৎ “দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশ, যা অন্তিম দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত।”

যখন আমরা দানিয়েল ১১-এর তেরো থেকে পনেরো পদ বিবেচনা করতে শুরু করি—যার প্রথম পরিপূর্ণতা খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে প্যানিয়মের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল—তখন এই পদগুলোর তাৎপর্য বোঝা অত্যাবশ্যক। প্যানিয়ম তিনটি প্রতিনিধিযুদ্ধের মধ্যে তৃতীয়। প্রথম যুদ্ধ ১৯৮৯ সালে পোপতন্ত্র এবং তার প্রতিনিধিসেনা যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী যুদ্ধটি, যা এগারো ও বারো পদ দ্বারা উপস্থাপিত এবং যার পরিপূর্ণতা রাফিয়ার যুদ্ধ দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে দক্ষিণের রাজা (রাশিয়া) উত্তরের রাজার ও তার প্রতিনিধিসেনাকে ইউক্রেনে পরাজিত করবে। তৃতীয় যুদ্ধটি প্রথমটির ন্যায় হবে, যেখানে পোপতন্ত্র (উত্তরের রাজা) তার প্রতিনিধিসেনা (যুক্তরাষ্ট্র)-সহ কমিউনিজমের (জাতিসংঘ) উপর প্রাধান্য লাভ করবে। কিন্তু তৃতীয় প্রতিনিধিযুদ্ধটি, যা প্যানিয়মের যুদ্ধ, একই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও সূচনা করবে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> যেমন করূবদের ডানার নীচে থাকা হাতের পরিচালনাধীন ছিল চাকা-সদৃশ সেই জটিল বিন্যাস, তেমনি মানবীয় ঘটনাপ্রবাহের জটিল গতিপ্রকৃতিও ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। জাতিসমূহের কলহ ও অশান্তির মাঝেও, করূবদের উপর অধিষ্ঠিত তিনি এখনও পৃথিবীর কার্যাবলি পরিচালনা করেন।
>
> “যে জাতিসমূহ একের পর এক তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান অধিকার করেছে, এবং অজান্তেই সেই সত্যের সাক্ষ্য বহন করেছে যার অর্থ তারা নিজেরাই জানত না—তাদের ইতিহাস আমাদের সঙ্গে কথা বলে। আজকের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাঁর মহান পরিকল্পনায় একটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আজ মানুষ ও জাতিসমূহকে সেই ব্যক্তির হাতে ধৃত ওলনদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করা হচ্ছে, যিনি কখনও ভুল করেন না। সকলেই নিজেদেরই নির্বাচনের দ্বারা নিজেদের নিয়তি নির্ধারণ করছে, এবং ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায়সমূহ সিদ্ধ করার জন্য সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।”
>
> “অতীতের অনন্তকাল থেকে ভবিষ্যতের অনন্তকাল পর্যন্ত, মহান ‘আমি আছি’ তাঁর বাক্যে যে ইতিহাস চিহ্নিত করে দিয়েছেন, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শৃঙ্খলে একের পর এক কড়ি সংযুক্ত করে, তা আমাদের জানায় যে যুগপরম্পরার অগ্রযাত্রায় আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি, এবং আগত কালে কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হওয়ার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল, তার সবই

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনুসরণ করা হয়েছে; এবং আমরা নিশ্চয় হতে পারি যে, যা কিছু এখনও আসবার বাকি আছে, তাও তার নির্ধারিত ক্রমে পরিপূর্ণ হবে।”

সকল পার্থিব রাজ্যসমূহের চূড়ান্ত পতন সত্যের বাক্যে স্পষ্টভাবে পূর্ববাণী করা হয়েছে। ইস্রায়েলের শেষ রাজার উপর ঈশ্বরের দণ্ডাদেশ ঘোষিত হওয়ার সময় যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তাতে এই বার্তা দেওয়া হয়েছিল:

'প্রভু ঈশ্বর এইরূপ বলেন: পাগড়ি খুলে ফেল, আর মুকুট খুলে ফেল: ... যে নিচু, তাকে উঁচু কর, আর যে উচ্চ, তাকে নিচু কর। আমি এটিকে উল্টে দেব, উল্টে দেব, উল্টে দেব; এবং এটি আর থাকবে না, যতক্ষণ না যার অধিকার এটি তিনি আসেন; এবং আমি তা তাঁকেই দেব।' ইজেকিয়েল ২১:২৬, ২৭।

ইস্রায়েল থেকে অপসারিত মুকুট ক্রমান্বয়ে বাবিল, মাদীয়-পারস্য, গ্রীস এবং রোমের রাজ্যসমূহে অতিক্রান্ত হয়েছিল। ঈশ্বর বলেন, ‘এটি আর থাকবে না, যতক্ষণ না তিনি আসেন, যার অধিকার এটি; এবং আমি তা তাঁকেই দেব।’

“সে সময় সন্নিকটে। আজ কালের লক্ষণসমূহ ঘোষণা করছে যে আমরা মহৎ ও গম্ভীর ঘটনাবলির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের পৃথিবীতে সবকিছুই আলোড়িত হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণ হচ্ছে ত্রাণকর্তার সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যা তাঁর আগমনের পূর্বে সংঘটিত ঘটনাবলির বিষয়ে বলা হয়েছিল: ‘তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের গুজব শুনিব.... কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে, এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইবে; এবং বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে।’ মথি 24:6, 7।”

“বর্তমান সময় সকল জীবিত মানুষের জন্য গভীরতম আগ্রহের এক সময়। শাসকবর্গ ও রাষ্ট্রনায়কগণ, যারা আস্থা ও কর্তৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত, সকল শ্রেণির চিন্তাশীল নারী ও পুরুষ, আমাদের চারপাশে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে রেখেছেন। জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান টানাপোড়েনপূর্ণ, অশান্ত সম্পর্কগুলোর দিকে তারা লক্ষ্য রাখছেন। তারা প্রত্যক্ষ করছেন সেই তীব্রতাকে, যা পৃথিবীর প্রতিটি উপাদানকে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে, এবং তারা উপলব্ধি করছেন যে মহৎ ও সিদ্ধান্তমূলক কিছু ঘটতে চলেছে—যে বিশ্ব এক মহাসংকটের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।”

“স্বর্গদূতেরা এখন বিবাদের বায়ুগুলিকে সংযত করে রাখছেন, যাতে জগতকে তার আসন্ন সর্বনাশ সম্বন্ধে সতর্ক করা না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি প্রবাহিত না হয়; কিন্তু একটি ঝড় সমবেত হচ্ছে, যা পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত; এবং যখন ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতদের বায়ুগুলিকে ছেড়ে দিতে আদেশ করবেন, তখন এমন এক বিবাদের দৃশ্য উপস্থিত হবে, যা কোনো কলমই চিত্রিত করতে পারে না।

বাইবেল, এবং কেবল বাইবেলই, এই বিষয়গুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। এখানেই প্রকাশিত হয়েছে আমাদের বিশ্বের ইতিহাসের মহান চূড়ান্ত দৃশ্যাবলী—যে ঘটনাগুলো ইতিমধ্যেই তাদের ছায়া ফেলছে, যাদের আগমনের ধ্বনিতে পৃথিবী কেঁপে উঠছে এবং ভয়ে মানুষের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ছে।

"দেখ, প্রভু পৃথিবীকে শূন্য করেন, তাকে উজাড় করেন, তাকে উল্টে দেন, এবং তার অধিবাসীদের চারদিকে ছড়িয়ে দেন.... তারা আইনসমূহ লঙ্ঘন করেছে, বিধান পরিবর্তন করেছে, চিরস্থায়ী চুক্তি ভেঙে দিয়েছে। অতএব অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করছে, আর যারা সেখানে বাস করে তারা উজাড় হয়ে পড়েছে.... খঞ্জনির উল্লাস থেমে গেছে, উল্লসিতদের কোলাহল শেষ হয়েছে, বীণার আনন্দ থেমে গেছে।" ইশাইয়া ২৪:১-১৮.

'হায়, সে দিন! কারণ প্রভুর দিন সন্নিকটে, এবং সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে ধ্বংসস্বরূপ তা আসবে.... বীজ মাটির ঢেলাগুলোর নিচে পচে গেছে, গুদামঘরগুলো নির্জন পড়ে আছে, গোলাগুলো ভেঙে পড়েছে; কারণ শস্য শুকিয়ে গেছে। জন্তুগুলো কেমন গোঙায়! গোরুর পাল হতবুদ্ধি, কারণ তাদের চারণ নেই; হ্যাঁ, ভেড়ার পালও উজাড় হয়ে গেছে।' 'দ্রাক্ষালতা শুকিয়ে গেছে, এবং ডুমুরগাছ ক্ষুমলিয়ে পড়েছে; ডালিমগাছ, খেজুরগাছও, আর আপেলগাছ—ক্ষেতের সব গাছই শুকিয়ে গেছে; কারণ মানুষের সন্তানদের মধ্য থেকে আনন্দ লুপ্ত হয়ে গেছে।' যোয়েল 1:15-18, 12.

'আমার হৃদয়ের গভীরে ব্যথা; ... আমি চুপ করে থাকতে পারি না, কারণ হে আমার প্রাণ, তুমি শিঙ্গার ধ্বনি ও যুদ্ধের সতর্কধ্বনি শুনছে। ধ্বংসের পর ধ্বংস বলে আর্তচিত্কার উঠছে; কারণ সমগ্র দেশে লুণ্ঠিত হয়েছে।'

'আমি পৃথিবীকে দেখলাম, আর দেখো, তা ছিল আকারহীন ও শূন্য; আর আকাশে কোনো আলো ছিল না। আমি পর্বতগুলিকে দেখলাম, আর দেখো, তারা কাঁপছিল, এবং সব টিলা হালকাভাবে নড়ছিল। আমি দেখলাম, আর দেখো, কোনো মানুষ ছিল না, আর আকাশের সমস্ত পাখি উড়ে পালিয়েছিল। আমি দেখলাম, আর দেখো, উর্বর স্থানটি ছিল বিরানভূমি, আর তার সমস্ত নগর ভেঙে পড়েছিল।' যিরমিয় ৪:১৯, ২০, ২৩-২৬.

‘হায়! কারণ সেই দিনটি মহান; তার সদৃশ আর কিছুই নেই: সেটিই যাকোবের সংকটের সময়; কিন্তু সে সেখান থেকে উদ্ধার পাবে।’ যিরমিয় ৩০:৭। শিক্ষা, ১৭৮-১৮১।